আমাদের গুরু তোমাদের মুরসিদ।
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য সবার সুহৃদ।।
লয়ে যাও দোষ নাই নিজে ভেঙ্গে খাও।
অথবা ফকিরে নিয়া খয়রাৎ দেও।।'
অতিরিক্ত মূল্য তারা দুইআনা নিল।
হাটে গিয়া খোদার নামেতে লুঠ দিল।।
গোস্বামীর নৌকা মেরামত করিবারে।
নৌকাখানা উঠাইল নদীর কিনারে।।
তারক আনিয়া নৌকা দিল ধৌত করি।
পরিষ্কার করে তরী বলে হরি হরি।।
ধর্ম্মনারায়ণ পুত্র ঈশাণ নামেতে।
নৌকা ধৌত করে তারকের সাথে সাথে।।
পাড়িল গাছের গাব ঢেঁকিতে কুটিল।
তারক ঈশাণ দোঁহে রস বানাইল।।
সেই রস করিবারে নৌকায় লেপন।
তারক গাবের হাঁড়ি আনিল যখন।।
লোচন কহিছে 'ওহে তারক থাকহ।
অন্যে দিয়া গাব দিব তুমি রহ রহ।।
গাওনি করিল নৌকা ডাকি ঈশাণেরে।
গাব দিতে পাইলেন হৃদয়নাথেরে।।
গোঁসাই দয়াল বড় অভিমান শূণ্য।
সে হৃদয়নাথের অবস্থা বড় দৈন্য।।
দুইদিন গাব দিল মেরামত করি।
তৃতীয় দিবসে জলে ভাসাইল তরী।।
তারপর ডাকাইল হৃদয়নাথেরে।
'নৌকা মেরামত মূল্য দিব যে তোমারে।।'
চারিটাকা দিল তারে নিল সে যতনে।
তারক বলে 'রে হৃদে! এত নিলি কেনে।।'
হৃদয় বলিল গোস্বামীর পদ ধরি।
'এত টাকা দেহ' কেন, মনে শঙ্কা করি।।
দুই দিন খাটিয়াছি পাব অর্দ্ধ টঙ্কা।
চারি টাকা নিতে প্রভু মনে করি শঙ্কা।।'
গোস্বামী বলেন 'আমি ভিক্ষা করি খাই।
পুঁজি করে খেতে দিব হেন কেহ নাই।।
দীনজনে দিব দান এই মোর মন।
নীরু ভীরু লোক মোর পুত্র পরিজন।।
আমি দেই দয়া করে নেও হ'য়ে রাজী।
এই টাকা দিয়া কর ব্যবসার পুঁজি।।
তারক নীরব হ'ল সে কথা শুনিয়া।
হৃদয় লইল টাকা সন্তুষ্ট হইয়া।।
ভিক্ষার তণ্ডুল বিক্রি করিতে করিতে।
ক্রমে চৌদ্দ টাকা হ'ল গোস্বামীর হাতে।।
তারকের নিকটে কহিছে বারে বারে।
এই টাকা দিয়া আমি তুষিব কাহারে।।
একদিন সেই চৌদ্দ টাকা ল'য়ে সাথে।
নৌকা বাহি গেল লক্ষ্মীপাশা বাজারেতে।।
রাধামণি নামে ছিল বৃদ্ধা এক বেশ্যা।
দিনপাত নাহি চলে না চলে ব্যবসা।।
গোস্বামী যাইয়া সেই গৃহেতে প্রবেশে।
হেসে হেসে কহে তারে মৃদু মৃদু ভাষে।।
একেবারে বৃদ্ধা নয় এমনি বয়স।
বৃদ্ধা মধ্যে গণ্য হয় প্রৌঢ়ার যে শেষ।।
রাধামণি বাহিরেতে ছিল কার্য্যান্তরে।
বারে বারে ডাকে তারে শীঘ্র আয় ঘরে।।'
রাধামণি যেই গেল গৃহের মাঝেতে।
সেই চৌদ্দ টাকা দিল রাধামণি হাতে।।
রাধামণি ভীত হ'য়ে বাহিরেতে গিয়া।
নৃত্যমণি বেশ্যা স্থানে বলিল ডাকিয়া।।
নৃত্যমণি সেই টাকা গোস্বামীকে দিল।
গোঁসাই বিরস মনে ফিরিয়া আসিল।।
লোচন আনিয়া টাকা দিল তারকেরে।
পরদিন নৃত্যমণি আসিয়া বাজারে।।
তারকেরে দেখে বলে গোপনেতে ডাকি।
কেমন গোঁসাই তব মোরে বল দেখি।।